20064 - সন্তানদরে অধকিারসমূহ

প্রশ্ন

ব্যক্তরি উপর স্ত্রী-সন্তানদরে অধকিারগুলো কী কী?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

১. স্ত্রীর অধকিারসমূহ:

(10680) নম্বর প্রশ্নরে উত্তরে আমরা এ ব্যাপারে বস্তিারতি আলোচনা করছে।ি

২. সন্তানদরে অধকিারসমূহ:

আল্লাহ পতিাদরে উপর সন্তানদরে কছিু অধকিার রখেছেনে, যমেনভিাবে সন্তানদরে উপর পতিাদরে কছিু অধকিার রখেছেনে।

ইবনে উমর রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: "আল্লাহ তাদরেকে 'আবরার' বলে আখ্যায়তি করছেনে। কনেনা তারা পতিাদরে সাথে ও সন্তানদরে সাথে সদাচরণ করছে।ে তোমার পতিার যমেন তোমার উপর অধকিার রয়ছে,ে তমেনভিাবে তোমার সন্তানরেও তোমার উপর অধকিার রয়ছে।ে'[আল-আদাবুল মুফরাদ: ৯৪]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমররে হাদীসে এসছেে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: 'তোমার সন্তানরেও তোমার উপর অধকিার রয়ছে।ে'[হাদীসটি মুসলমি (১১৫৯) বর্ণনা করনে]

পতিাদরে উপর সন্তানদরে কছিু অধকিার রয়ছেে সন্তানদরে জন্মরে আগে। যমেন:

১- নকেকার স্ত্রী বাছাই করা যনে সে নকেকার মা হয়:

আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "চারটি গুণ দখেে মহলিাকে ববিাহ করা হয়; তার ধন-সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য ও তার দ্বীনদারতিা দখে।ে তুমি দ্বীনদার পাত্রী বয়িে করে সফলকাম হও।"[হাদীসটি বুখারী (৪৮০২) ও মুসলমি (১৪৬৬) বর্ণনা করনে]

শাইখ আব্দুল গনী দহেলভী বলনে: “তোমেরা নারীদরে মধ্যে দ্বীনদার, নকেকার ও সদ্বংশীয়া বাছাই করো। পাত্রী যনে হারামজাদা না হয়। কনেনা এই মন্দ বশৈষ্ট্যি সন্তানদরে দকিে সংক্রমতি হয়। আল্লাহ তাআলা বলনে:

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

“ব্যভচিারী পুরুষ ব্যভচিারণিী কংিবা মুশরকি নারী ছাড়া কাউকে বয়িে করে না এবং ব্যভচিারণিীকওে কবেল ব্যভচিারী পুরুষ ও মুশরকি ছাড়া কউে বয়িে করে না।”[সূরা নূর: ৩] পাত্র-পাত্রীর কুফু (সমান হওয়া) খুঁজতে বলা হয়ছে যাতে পারস্পরকি মলেবন্ধন হয় এবং কলঙ্ক না পয়েে বসে।”[শরহু সুনানি ইবনি মাজাহ: (১/১৪১)]

সন্তান জন্মরে পরবর্তী অধকিারসমূহ:

১- নবজাতক শশিুকে তাহনীক করা সুন্নত

আনাস ইবনে মালকি রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: আবু তালহার এক ছলেে অসুস্থ ছলি। আবু তালহা বাইরে গলেে শশিুটি মারা যায়। আবু তালহা ফরিে এসে জজ্ঞিসে করলনে: আমার ছলেে কমেন আছ? উম্মে সুলাইম বললনে: ‘সে আগরে চয়েে শান্ত আছ।’ এরপর তনিি তার সামনে রাতরে খাবার পশে করলনে। আবু তালহা রাতরে খাবার খলেনে। তারপর উম্মে সুলাইমরে সাথে সহবাস করলনে। সহবাস শষে হলে উম্মে সুলাইম বললনে: শশিুটকিে দাফন করুন। পরদনি সকালে আবু তালহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছে এসে ঘটনাটি জানালনে। তনিি বললনে: “তোমেরা কি গতরাতে সহবাস করছেলি?” তনিি বললনে: হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে: “আল্লাহ তোমাদরে জন্য এতে বরকত দান করুন।” অতঃপর উম্মে সুলাইম একটি পুত্র সন্তান জন্ম দলিনে। আবু তালহা আমাকে বললনে: তাকে যত্ন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছে নয়িে যাও। শশিুটকিে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছে আনা হলো। উম্মে সুলাইম শশিুটরি সাথে কছিু খজেুরও পাঠালনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জজ্ঞিসে করলনে: “শশিুটরি সাথে কি কছিু আছ?” তারা বলল: ‘হ্যাঁ, কয়কেটি খজেুর আছ।’ তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খজেুরগুলো চবিয়িে নজিরে মুখ থকেে কছিু অংশ শশিুর মুখে দলিনে এবং তাকে তাহনীক করলনে। আর তার নাম রাখলনে ‘আবদুল্লাহ’।[হাদীসটি বুখারী (৫১৫৩) ও মুসলমি (২১৪৪) বর্ণনা করনে]

ইমাম নববী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: “আলমেরা একমত যে নবজাতক শশিুকে জন্মরে পর খজেুর দ্বারা তাহনীক করা মুস্তাহাব। যদি খজেুর না পাওয়া যায় তবে খজেুররে স্থলাভষিক্তি অনুরূপ মষ্টিি বস্তু দ্বারা করা যাবে। তাহনীককারী খজেুর চবিয়িে এমন তরল করবনে যাতে করে সহজে গলিে ফলো যায়। এরপর এই তরল খজেুর নবজাতকরে মুখে রাখবনে যাতে এর কছিু অংশ তার পটেে যায়।”[শরহু নববী আলা সহীহি মুসলমি (১৪/১২২-১২৩)]

২- শশিুর সুন্দর নাম রাখা যমেন: আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।

নাফে‘ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের নামসমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো আব্দুল্লাহ ও আবদুর রহমান।”[হাদীসটি মুসলিম (২১৩২) বর্ণনা করেন]

নবীদের নামে নাম রাখাও মুস্তাহাব:

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আজ রাতে আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। আমি তার নাম রেখেছি আমার পিতা ইবরাহীমের নামে।”[মুসলিম (২৩১৫) হাদীসটি বর্ণনা করেন]

শিশুর নাম সপ্তম দিনে রাখা মুস্তাহাব। তবে জন্মের দিন রাখলেও অসুবিধা নেই যেমনটি উপর্যুক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত।

সামুরা ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “প্রত্যেক শিশু তার আকিকার সাথে বন্ধক থাকে। সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে আকিকার পশুটি জবাই করা হবে, তার মাথা মুণ্ডন করা হবে এবং তার নাম রাখা হবে।”[আবু দাউদ (২৮৩৮), শাইখ আলবানী সহিহুল জামে‘ (৪৫৪১) গ্রন্থে এটিকে সহীহ বলেছেন]

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “নামকরণের উদ্দেশ্য হলো পরিচিতি করা। কারণ জন্মগ্রহণের পর তার কোনো নাম থাকে না যা দিয়ে তাকে পরিচিতি করা যাবে। সুতরাং জন্মের দিন নাম রাখা যেমন বৈধ, তেমনি নামকরণ বিলম্বিত করে তিন দিন পরে বা আকিকার দিনেও রাখা বৈধ। এর আগে ও পরেও নাম রাখা বৈধ। এ ব্যাপারে প্রশস্ততা রয়েছে।”[তুহফাতুল মাওদূদ (পৃ. ১১১)]

৩- সপ্তম দিনে শিশুর মাথার চুল ফেলা এবং চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সদকা করা সুন্নত:

আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ) বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল আকিকা দিয়েছেন এবং বলেছেন: “হে ফাতিমা, তার মাথা মুণ্ডন করো এবং চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সদকা করো।” তখন আমি তার চুল ওজন করলাম। চুলের ওজন ছিল এক দিরহাম বা তার কিছু কম।[হাদীসটি তিরমিযী (১৫১৯) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সহীহুত তিরমিযী (১২২৬) গ্রন্থে হাদীসটিকে হাসান বলেন]

৪- পিতার উপর সন্তানের আকীকা করা মুস্তাহাব যেমনটি পূর্বোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “প্রত্যেক শিশু তার আকিকার সাথে বন্ধক থাকে।”

সুতরাং ছেলে শিশুর জন্য দুটি ভেড়া (বা ছাগল) এবং মেয়ে শিশুর জন্য একটি ভেড়া (বা ছাগল) জবাই করা হবে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন: “ছেলে শিশুর জন্য দুটি সমমানের দুইটি

ভড়ো (বা ছাগল) এবং ময়েে শশিুর জন্য একটি ভড়ো (বা ছাগল)।"[হাদীসটি তরিমযিী (১৫১৩), আবু দাউদ (২৮৩৪), নাসাঈ (৪২১২) ও ইবনে মাজাহ (৩১৬৩) বর্ণনা করনে]

৫- খতনা করা:

আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "পাঁচটি বষিয় ফতিরতরে অন্তর্ভুক্ত: খতনা করা, (নাভরি নচিরে) লোম কামানো, বগলরে লোম উপড়ানো, নখ কাটা ও গোঁফ ছাঁটা।"[হাদীসটি বুখারী (৫৫৫০) ও মুসলমি (২৫৭) বর্ণনা করছেনে]

শক্ষিা ও প্রতপিালনরে কছিু অধকিার:

আবদুল্লাহ রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "তোমাদরে প্রত্যকেইে দায়ত্বিশীল এবং প্রত্যকেইে তার অধীনস্থদরে সম্পর্কে জজ্ঞিাসতি হবে। শাসক তার অধীনস্থদরে ব্যাপারে দায়ত্বিশীল, পুরুষ তার পরবিাররে ব্যাপারে দায়ত্বিশীল, নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানরে ব্যাপারে দায়ত্বিশীল, দাস তার মালকিরে সম্পদরে ব্যাপারে দায়ত্বিশীল।"[হাদীসটি বুখারী (২৪১৬) ও মুসলমি (১৮২৯) বর্ণনা করনে]

অতএব পতিামাতার কর্তব্য হলো সন্তানদরে দ্বীনি দায়ত্ব, শরীয়তরে মুস্তাহাব নানান উত্তম বষিয়াবলি ও দুনয়িাবি জীবনধারণরে গুরুত্বপূর্ণ বষিয়ে সঠকি দকিনর্দিশেনা দওেয়া।

প্রথমে তাদরেকে বশিুদ্ধ আকীদার ওপর গড়ে তুলতে হবে, শরিক ও বদিআত থকেে দূরে রাখতে হবে। এরপর ইবাদত বশিষে করে নামায শক্ষিা দতিে হবে। তারপর তাদরে উত্তম চরত্রি ও শষ্টিাচাররে ওপর লালন-পালন করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলনে:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"(স্মরণ করো) যখন লোকমান তার পুত্রকে উপদশে দতিে গয়িে বলছেলি: "হে বৎস! আল্লাহর সাথে (কোনো কছিুকে) শরীক করো না। নশ্চিয়ই শরিক একটি মহা অন্যায়।"[সূরা লুকমান: ১৩]

আবদুল মালকি ইবনে রাবি' ইবনে সাবরা তার পতিা থকেে, তনিি তার দাদা থকেে বর্ণনা করনে, তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "তোমরা তোমাদরে সন্তানদরেকে সাত বছর বয়সে নামাজ শখোও এবং দশ বছর বয়সে নামায না পড়লে প্রহার কর।"[তরিমযিী (৪০৭), আবু দাউদ (৪৯৪), শাইখ আলবানী সহীহুল জামে' (৪০২৫) গ্রন্থে হাদীসটকিে সহীহ বলছেনে]

রুবাইয়্যি বিনতে মু'আওয়যি রাদয়িাল্লাহু আনহা বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার সকালে আনসারদরে গ্রামগুলোতে সংবাদ পাঠালনে: "যে ব্যক্তি সকালে খয়েছে সে যনে বাকি দনি (না খয়েে) পূর্ণ করে। আর যে রোযা রখেে সকালে উপনীত হয়ছে সে রোযা পূর্ণ করুক।" তনিি (রুবাইয়্যি) বলনে: পরবর্তীতে আমরা রোযা রাখতাম এবং আমাদরে শশিুদরেকওে রোযা রাখাতাম। তাদরে জন্য রঙনি উলরে খলেনা বানাতাম। কউে খাবাররে জন্য কাঁদলে তাকে সইে খলেনা দতিাম। এভাবইে ইফতাররে সময় হয়ে যতে।[হাদীসটি বুখারী (১৮৫৯), মুসলমি (১১৩৬) বর্ণনা করনে]

সাইব ইবনে ইয়াজদি রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: "আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সাথে হজ্জে নয়িে যাওয়া হয়ছেলি তখন আমার বয়স ছলি সাত বছর।"[হাদীসটি বুখারী (১৭৫৯) বর্ণনা করনে]

শষ্টিাচার ও নতৈকিতার উপর প্রতপিালন:

প্রত্যকে পতিা-মাতার উচতি তাদরে সন্তানদরে উত্তম চরত্রি ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আদব-কায়দা শক্ষিা দওেয়া, হোক তা আল্লাহর সঙ্গে আচরণে, তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সঙ্গে আচরণে, কুরআনরে সঙ্গে আচরণে, নজিদেরে উম্মাহর সঙ্গে আচরণে কংিবা যাদরে সঙ্গে তাদরে সম্পর্ক আছে এবং যাদরে উপর তাদরে হক রয়ছে, সবার সঙ্গইে। তারা যনে তাদরে সঙ্গী-সাথী, প্রতবিশেী ও বন্ধুদরে সঙ্গে খারাপ আচরণ না করে।

ইমাম নববী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: 'পতিার উপর কর্তব্য হলো তার সন্তানকে শষ্টিাচার শখোনো এবং দ্বীনরে প্রয়োজনীয় বষিয়সমূহ শক্ষিা দওেয়া। ছলে-ময়েে বালগে হওয়ার আগইে এই শক্ষিা দওেয়া পতিার এবং অন্যান্য অভভিাবকদরে উপর আবশ্যক। এ বষিয়ে ইমাম শাফয়েী রাহমিাহুল্লাহ ও তাঁর ছাত্ররা স্পষ্ট বক্তব্য দয়িছেনে। ইমাম শাফয়েী ও তাঁর ছাত্ররা বলনে: 'পতিা না থাকলে মায়রে ওপরও এই শক্ষিা দওেয়া আবশ্যক; কারণ এটি লালন-পালনরে অন্তর্ভুক্ত এবং এ ক্ষত্রেে তাদরেও ভূমকিা রয়ছে। এই শক্ষিার খরচ সন্তানরে সম্পদ থকেে নওেয়া হব। যদি সন্তানরে নজিস্ব সম্পদ না থাক, তবে যার উপর তার ভরণপোষণরে দায়ত্বি রয়ছে সে বহন করব। কারণ এটি তার প্রয়োজনীয় বষিয়রে অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।'[শরহুন নববী আলা সহীহি মুসলমি (৮/৪৪)]

অভভিাবকরে উচতি সন্তানদরে জীবনরে প্রতটিি বষিয়ে আদব-কায়দা শক্ষিা দওেয়া; খাবার, পানীয়, পোশাক, ঘুম, ঘর থকেে বরে হওয়া ও ঘরে প্রবশে করা, যানবাহনে ওঠা ইত্যাদি সব ক্ষত্রেইে। এছাড়াও তাদরে অন্তরে পুরুষোচতি উত্তম গুণাবলি রোপণ করা; যমেন ত্যাগরে মানসকিতা, পরোপকার, সাহসকিতা, বীরত্ব, দানশীলতা। তাদরেকে নকিৃষ্ট স্বভাব থকেে দূরে রাখা। যমেন: কাপুরুষতা, কৃপণতা, ব্যক্তত্বিহীনতা, মহৎ কাজ থকেে বরিত থাকা ইত্যাদি।

মুনাওয়ী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: 'যমেনি তোমার উপর তোমার পতিামাতার হক রয়ছে, তমেনি তোমার উপর সন্তানরে তোমার হক রয়ছে। অর্থাৎ বহু অধকিার রয়ছে। এর মধ্যে রয়ছে: ফরয জ্ঞান শক্ষিা দওেয়া, শরীয়তসম্মত আদব-কায়দা শখোনো, সন্তানদরে মধ্যে কছিু দয়োর ক্ষত্রেে ন্যায়বচিার করা, হোক তা হবো, উপহার, ওয়াকফ কংিবা অন্য কোনো দান। যদি

কোনো যুক্তসিঙ্গত কারণ ছাড়া কাউকে প্রাধান্য দেওয়া হয় তবে কিছু আলমেরে মতে সটো বাতলি গণ্য হবে; আর কারও মতে তা মাকরূহ (অপছন্দনীয়) হবে।'[ফাইযুল কাদীর (২/৫৭৪)]

পতিামাতার দায়ত্বি হলো ছলে-মেয়েদেরে এমন সকল বষিয় থকেে রক্ষা করা যা তাদরেকে জাহান্নামরে দকিে নয়িে যতেে পার।ে আল্লাহ তাআলা বলনে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদরে নজিদেরেকে ও তোমাদরে পরবিার-পরজিনকে (জাহান্নামরে) আগুন থকেে রক্ষা করো; যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, যার দায়ত্বিে রয়ছেে নর্িদয় ও কঠোর ফরেশেতারা। তারা আল্লাহর নর্িদশে অমান্য করে না এবং যা করার নর্িদশে পায় তাই কর।ে"[সূরা তাহরীম: ৬]

কুরতুবী বলনে: 'এই আয়াত সম্পর্কে হাসান বসরী রাহমিাহুল্লাহ বলছেনে: "তাদরেকে আদশে দবিে এবং নষিধে করব।ে" কছিু আলমে বলনে: আল্লাহ যখন বলনে 'নজিদেরেকে রক্ষা করো', তখন এর মধ্যে সন্তানরাও অন্তর্ভুক্ত। কারণ সন্তান মানুষরেই অংশ। যমেন আল্লাহ বলনে:

وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ

"তোমাদরে নজিদেরে ঘর থকেে খাওয়াতে তোমাদরে কোনো বাধা নইে"—এখানওে সন্তানদরেকে অন্যান্য আত্মীয়দরে মতো আলাদা করে উল্লখে করা হয়নি (যদওি তারা নকিটতম আত্মীয়)।

অতএব তাকে হালাল-হারাম শক্ষিা দবিে, গুনাহ ও অপরাধ থকেে বরিত রাখবে এবং এছাড়া তাকে অন্যান্য বধিানও শক্ষিা দবি।ে'[তাফসীরে কুরতুবী (১৮/১৯৪–১৯৫)]

ভরণ-পোষণ:

এটি পতিার ওপর সন্তানদরে ব্যাপারে অন্যতম আবশ্যকীয় দায়ত্বি। এতে অবহলো বা গাফলিতি করা বধৈ নয়; বরং সর্বোত্তমভাবে তা পালন করা আবশ্যক।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "যাদরে ভরণপোষণরে দায়ত্বি তার ওপর রয়ছে,ে তাদরে অবহলো করাই একজন মানুষরে গুনাহ হওয়ার জন্য যথষ্টে।"[হাদীসটি আবু দাউদ (১৬৯২) বর্ণনা করনে, শাইখ আলবানী সহীহুল জামে' (৪৪৮১) গ্রন্থে এটকিে হাসান বলে গণ্য করনে]

আরো একটি মহান ও গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো: বিশেষভাবে কন্যাসন্তানের উত্তম লালন-পালন ও যত্ন নেওয়া।

এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎসাহ প্রদান করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: এক মহিলা তার দুই মেয়েকে নিয়ে আমার কাছে সাহায্য চাইতে এলো। আমার কাছে একটি মাত্র খেজুর ছাড়া কিছুই ছিল না। আমি সেটি তাকে দিলাম। সে খেজুরটিকে দুই মেয়ের মধ্যে ভাগ করে দিল, তারপর উঠে চলে গেল। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করলে আমি তাঁকে বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেন: "যে ব্যক্তি এই মেয়েদের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে এবং তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে, তারা তার জন্য জাহান্নাম থেকে পর্দা হয়ে যাবে।"[হাদীসটি বুখারী (৫৬৪৯) ও মুসলিম (২৬২৯) বর্ণনা করেন]

সন্তানদের অধিকারগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো, তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করা।

এই অধিকারের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহীহ হাদীসে ইঙ্গিত করে বলেছেন: "আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ন্যায়বিচার করো।"[হাদীসটি বুখারী (২৪৪৭) ও মুসলিম (১৬২৩) বর্ণনা করেন]

অতএব মেয়েদের ওপর ছেলেদের প্রাধান্য দেওয়া যেমন জায়েয নয়, তেমনি ছেলেদের উপর মেয়েদের প্রাধান্য দেওয়াও জায়েজ নয়। যদি পিতা এই ভুল করে এবং সন্তানদের মধ্যে বৈষম্য এবং ইনসাফ না করে, তবে তা বহু ক্ষতির কারণ হয়। এর মধ্যে একটি ক্ষতি হলো এই যে:

এর প্রভাব পিতার নিজের উপরই পড়ে। যাদের বঞ্চিত করা হয় তারা বড় হয়ে পিতার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে (১৬২৩) নুমানের পিতাকে উদ্দেশ্য করে এই দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন: "তুমি কি চাও তারা সবাই তোমার সাথে সমানভাবে সদাচরণ করুক?" তিনি বললেন: হ্যাঁ। অর্থাৎ তুমি যদি তাদের থেকে সমান সদাচরণ চাও, তবে কিছু দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করো।

আরেকটি ক্ষতি হলো, ভাইবোনদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া এবং তাদের মধ্যকার শত্রুতা ও বিদ্বেষের আগুন জ্বলে ওঠা।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।